রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ও বিশেষায়িত ব্যাংকের মাঠ পর্যায়ের শাখা ব্যবস্থাপকদের সাথে কৃষি/পল্লী ঋণ কার্যক্রমের বিষয়ে মতবিনিময় সভা ।

তারিখ ঃ ১৩/০৫/১০
স্থান ঃ কনফারেন্স হল
সময়ঃ সকাল ১০ঃ১৫ ঘটিকা

কৃষি/পল্লী ঋণ কার্যক্রমে সমস্যা ও সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনার জন্যে আজকের এ মতবিনিময় সভার প্রারম্ভে আমি আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি । গত এক বছরে বাংলাদেশ ব্যাংকের পক্ষ থেকে বেশ কিছু নীতি-নির্ধারণীমূলক নয়া উদ্যোগ নেয়া হয়েছে । বিশেষ করে কৃষিখাতে ঋণ প্রবাহ বৃদ্ধিসহ সামগ্রিকভাবে একটি সাম্য-সহায়ক প্রবৃদ্ধি অর্জনের ব্যাপারে আমাদের গৃহীত কর্মসূচিগুলো বাস্তবায়নের লক্ষ্যে অকুণ্ঠ সমর্থনের জন্যেও আপনাদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি ।

০২। কৃষি আমাদের অর্থনীতির মূল চালিকা শক্তি । বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করতে হলে এবং দেশের জনগণের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার স্বার্থে কৃষি খাতের উন্নয়নের কোন বিকল্প নেই । এ জন্যে কৃষি খাতকে অগ্রাধিকার বিবেচনায় বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক সরকারের দরিদ্রবান্ধব কৃষি নীতি ও ঘোষিত বাজেটের সাথে সঙ্গতি রেখে ২০০৯-১০ অর্থবছরে কৃষি খাতে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে কৃষি/পল্লী ঋণ কর্মসূচির জন্যে -

ক) এ যাবত কালের মধ্যে সর্বোচ্চ ১১ হাজার ৫০০ কোটি টাকার ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে, যা পূর্বের বছরের চেয়ে ২৩% বেশি । **বছরের প্রথম ১০ মাসে অর্থাৎ এপ্রিল ২০১০ পর্যন্ত এ লক্ষ্যমাত্রার ৭৮ শতাংশ অর্জিত হয়েছে ।**

খ) বর্গাচাষিদের জন্যে বাংলাদেশ ব্যাংক প্রথমবারের মতো **৫০০ কোটি টাকার একটি পুনঃঅর্থায়ন স্কীম** গ্রহণ করেছে । জুন ২০১০ পর্যন্ত উক্ত চাষিদের জন্যে ১০০ কোটি টাকা ঋণ বিতরণের টার্গেট নির্ধারণ করা হয়েছে, যার বিপরীতে **এপ্রিল ২০১০ পর্যন্ত ৪৪ হাজার বর্গাচাষিকে ৪৫ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে** ।

গ) উন্নয়ন কর্মকান্ডে কৃষকের যথাযথ অবদান রাখার সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে সর্বোত্তম ব্যাংকিং সেবা নিশ্চিতকরণ বিশেষ করে কৃষি কর্মকান্ডে সরকারি সহায়তার অংশ হিসেবে সরকার প্রদত্ত বিভিন্ন ভর্তুকি ব্যাংকের মাধ্যমে সহজে প্রাপ্তির বিষয়টি নিশ্চিত করতে নগদ মাত্র ১০/- টাকা জমা গ্রহণপূর্বক কৃষকের ব্যাংক হিসাব খোলার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে । প্রাথমিকভাবে **বোরো মৌসুমে সরকার কর্তৃক প্রায় ৮৮ লক্ষ কৃষি উপকরণ কার্ড ইস্যু করা হয়েছে, যার বিপরীতে ইতোমধ্যে প্রায় ৮৬ লক্ষ (যা মোট কৃষি উপকরণ সহায়তা কার্ডের ৯৮ শতাংশ) ব্যাংক হিসাব খোলা হয়েছে** । আমি জানি এত অল্প সময়ে এই বিপুল পরিমাণ হিসাব খুলতে আপনাদেরকে অক্লান্ত পরিশ্রম করতে হয়েছে । কিন্তু দেশ ও দেশের কৃষক সমাজের জন্যে আপনারা হাসিমুখে যে দায়িত্ববোধের পরিচয় দিয়েছেন সেজন্যে আমি আপনাদেরকে সাধুবাদ জানাচ্ছি ।

ঘ) রেয়াতী (২%) হার সুদে ঋণ প্রদানের মাধ্যমে নির্দিষ্ট ফসল যেমন-ডাল, তৈলবীজ, ভুট্টা জাতীয় ফসল চাষের জন্যে ঋণ বিতরণের লক্ষ্যে কার্যকর ভূমিকা পালনের ব্যাপারে আমরা ব্যাংকগুলোকে নির্দেশ দেই । **এ পর্যন্ত এ খাতে ৮.২৫ কোটি টাকা বিতরণ হয়েছে** । উল্লেখ করা যেতে পারে যে, এ খাতে ঋণ প্রদানের বিষয়টি কৃষকদের মাঝে এবার যেমন বেশি প্রচার করা হয়েছে ঠিক তেমনিভাবে ব্যাংকগুলোকে এ খাতে তাদের সুদ ক্ষতি দ্রুত প্রাপ্তির ব্যবস্থাও নিশ্চিত করা হয়েছে ।

চলমান পাতা....../২

০৩। কৃষি ঋণ নীতিমালা ও কর্মসূচি ঘোষনার পর ইতোমধ্যে চলতি বছরে প্রায় ১০ মাস অতিক্রান্ত হচ্ছে এবং পরবর্তী নীতিমালা ও কর্মসূচি ঘোষনার সময়ও এগিয়ে আসছে । বিগত ১০ মাসে কৃষি বা পল্লী ঋণ নীতিমালা বাস্তবায়ন তথা মাঠপর্যায়ে কৃষি বা পল্লী ঋণ কার্যক্রমের সমস্যা, সমাধানের উপায় এবং সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনার জন্যে এ মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়েছে । এ সভার মাধ্যমে আমরা নতুন বছরের জন্যে আপনাদের নিকট থেকে নতুন এবং innovative পরামর্শ কামনা করছি ।

০৪। ইতোমধ্যেই আমরা মধু চাষ, কমলা চাষ, আগর চাষ, ষ্ট্রবেরী চাষ ইত্যাকার বেশ কিছু খাতে ঋণ নীতিমালায় অন্তর্ভুক্তিকরণের ব্যাপারে একমত হয়েছি । এছাড়া, কৃষিজাত পণ্যের বাজারজাতকরণ সমস্যাদি দূরীকরণের লক্ষ্যে কৃষকগণ যেন ন্যায্যমূল্যে তাদের উৎপাদিত পণ্যে বিক্রয় করতে পারেন সেজন্যে শক্তিশালী মার্কেটিং চ্যানেল গড়ে তোলা, বাজারের সাথে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপন করার লক্ষ্যে কন্ট্রাক্ট ফার্মিং এর ব্যবস্থা প্রণিতব্য নীতিমালায় কিভাবে অন্তর্ভুক্ত করা যায় সে বিষয়টিও পর্যালোচনা করছি । কৃষিজাত পণ্য সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প গড়ে তোলার মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং কৃষিজাত পণ্যের সঠিক ব্যবহার কিভাবে নিশ্চিত করা যায় সে ব্যাপারেও আসন্ন কৃষি নীতিমালায় অধিক গুরুত্ব আরোপ করার বিষয়টি আমাদের সক্রিয় বিবেচনাধীন রয়েছে ।

০৫। এছাড়া, পরিমাণগত (quantitative) এবং গুণগত (qualitative) নতুন আর কি কি পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে সে ব্যাপারে আপনাদের মূল্যবান মতামত আহবান করছি । যেমন-

ক) **Agriculture and allied activities** এর জন্যে বর্তমান টার্গেট যথেষ্ট কিনা এবং কৃষি উপকরণের দাম বেড়ে যাওয়ায় খাতভিত্তিক **scales of finance** বৃদ্ধি করা দরকার কিনা;

খ) **Operational difficulties** কিভাবে দূর করা যায় যেমন, আবেদন ফরম সহজীকরণ, **sanction** ও **disbursement** এর মধ্যে **time gap** কমানো, প্রসেসিং ফি কমানো, কৃষকের জন্যে খোলা একাউন্টের মাধ্যমে কৃষি ঋণ বিতরণ এবং এসব একাউন্টের মাধ্যমে কৃষকদের মাঝে সঞ্চয়ের মনোভাব কিভাবে গড়ে তোলা যায়;

গ) অধিকতর হয়রানীমুক্ত ও স্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় কিভাবে ঋণ বিতরণ বৃদ্ধি করা যায়;

ঘ) পোল্ট্রি, ডেইরী, মৎস্য ইত্যাদি খাতে এবং ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষিদের মাঝে ঋণ প্রবাহ বৃদ্ধির জন্যে কি কি **policy initiatives** নেয়া যায়;

ঙ) কৃষি ঋণ বিতরণ ও আদায়ের সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারিদের প্রশিক্ষণ ও **motivation** কিভাবে বাড়ানো যেতে পারে;

চ) কৃষিতে আইটি এর ব্যবহার আরো কিভাবে বাড়ানো যায়;

ছ) বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তন বা **climate change** এর ক্ষেত্রে কৃষিতে যে নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে তা কিভাবে মোকাবেলা করা যায়;

জ) কৃষি ঋণ নীতিমালা বাস্তবায়নে মনিটরিং কার্যক্রমকে আরো শক্তিশালী করার জন্যে জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর এর সাথে কার্যকর যোগাযোগ স্থাপন এবং জেলা কৃষি ঋণ কমিটি এবং উপজেলা কৃষি ঋণ কমিটির মনিটরিং কার্যক্রম আরো কিভাবে জোরদার করা যায় । এ সমস্ত বিষয় ছাড়াও সার্বিকভাবে কৃষি খাতের উন্নয়নে আরো কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করা যায় সে বিষয়েও আপনারা মতামত ব্যক্ত করতে পারেন ।

যাহোক, এ সভা থেকে প্রাপ্ত আপনাদের মূল্যবান ও কার্যকর সুপারিশগুলো আগামী অর্থ বছরের কৃষি/পল্লী ঋণ নীতিমালা ও কর্মসূচি প্রণয়নে সহায়ক হবে, এই আশাবাদ ব্যক্ত করে আমি এ মতবিনিময় সভার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন ঘোষণা করছি ।